১. মৌর্যযুগে শিল্প

ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের প্রকৃত সূচনা মৌর্যযুগ থেকে। মেগাস্থিনিস ও ফা-হিয়েনের বৃত্তান্তে পাটলিপুত্র নগরীর সুরম্য প্রাসাদগুলির উল্লেখ আছে। ফা-হিয়েন মন্তব্য করেছিলেন, এগুলি যেন কোনো মানুষের সৃষ্টি নয়, সবই দানবের কীর্তি। মেগাস্থিনিসের বৃত্তান্তে চন্দ্রগুপ্তের রাজপ্রাসাদের বর্ণনা আছে। প্রাসাদটি ছিল কাঠের নির্মিত। প্রাসাদের থামগুলিতে সোনা-রূপার পাত শোভা পেত। পাটলিপুত্র দুর্গের কাঠের তৈরি প্রাচীরে ছিল প্রচুর সিংহদরজা ও পাঁচ শতাধিক তোরণ। চন্দ্রগুপ্তের রাজপ্রাসাদটি আজ বিলুপ্ত। কিন্তু বর্তমান পাটনা শহরের অদূরে কুমরাহারে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের ফলে আবিষ্কৃত এক বিশাল দরবার কক্ষ অপরূপ স্থাপত্যকলার স্বাক্ষর বহন করে। দরবারের স্তম্ভগুলি মসৃণ পাথরের তৈরি।

মৌর্য স্থাপত্যকলার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট স্তূপ। কোনো পবিত্র স্থান ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার স্মরণে বৌদ্ধ ও জৈনরা ইঁট ও পাথর দিয়ে স্তূপ নির্মাণ করত। ভারত ও আফগানিস্তান অঞ্চলে অশোক প্রচুর সংখ্যায় স্তূপ নির্মাণ করেন। খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন সাঙ এগুলির মধ্যে প্রায় চারশোটি দেখতে পান। বর্তমানে এগুলির মধ্যে সামান্যই অবশিষ্ট আছে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূপালের অদূরে অবস্থিত সাঁচীর স্তূপ। এটি আয়তনে একশো বাইশ ও উচ্চতায় আটাত্তর ফুট। চারটি তোরণদ্বারসহ স্তূপটি এগারো ফুট উচ্চতায় রেলিং দিয়ে ঘেরা। পরবর্তীকালে মূল স্তূপটির অনেক সংস্কার হয়েছে। অনুরূপ একটি স্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে বারাণসীর নিকট সারনাথে।

অশোকের রাজত্বকালে সাঁচী ও সারনাথে নির্মিত হয়েছিল চৈত্যগৃহ। গয়ার নিকটে বারাবর পর্বতে আবিষ্কৃত চৈত্যগৃহটিও মৌর্য যুগেই নির্মিত। বারাবর ও নাগার্জুনী পর্বতে পাহাড় কেটে গুহা নির্মিত হয়েছিল। এগুলি বিহার বা সঙ্ঘারাম হিসাবে আজীবিক সম্প্রদায়ের ব্যবহারের জন্য মৌর্যরাজ অশোক ও তাঁর পৌত্র দশরথ নির্মাণ করেন। গুহাগুলি প্রার্থনাকক্ষ হিসাবে ব্যবহৃত হত। গুহাগাত্র ছিল মসৃণ ও চকচকে।

মৌর্য ভাস্কর্যের অসাধারণ নিদর্শন পাথরে নির্মিত স্তম্ভ ও স্তম্ভশীর্ষে শোভিত পশুমূর্তি। অশোকের রাজত্বকালে তিরিশ থেকে চল্লিশটি স্তম্ভ নির্মিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। সাঁচী ও সারনাথ ছাড়াও স্তম্ভ আবিষ্কৃত হয়েছে বৈশালীর নিকট বাখিরা, চম্পারণের নিকট রামপূর্বা ও লোরিয়া নন্দনগড়, কপিলাবস্তুর নিকট রুম্মিনীদেই ও উত্তরপ্রদেশের ফারুখাবাদের নিকট সঙ্কিস্য অঞ্চলে। স্তম্ভের দুটি অংশ ছিল। একটি দণ্ড, অপরটি শীর্ষ। স্তম্ভগুলি একশিলা অর্থাৎ এক খণ্ড পাথরে নির্মিত। গোলাকার স্তম্ভ নীচ থেকে ওপরে ক্রমশ সরু হয়ে গেছে। শীর্ষভাগের তিনটি অংশ ছিল-ওল্টানো পদ্ম, মঞ্চ ও মঞ্চের ওপর পশুমূর্তি। প্রথম দুটি অংশে দেখা যায় অপরূপ অলঙ্করণ। সবার ওপরে পশুমূর্তিগুলি ছিল ভাস্কর্য শিল্পের অসাধারণ সৃষ্টি। পশুমূর্তিগুলি সাধারণত হত বৃষ, হস্তী ও সিংহের। সাঁচী ও সারনাথে দেখা যায় চারটি সিংহ পিঠে পিঠ দিয়ে উপবিষ্ট। পশুমূর্তিগুলিকে গৌতম বুদ্ধের জীবনের বিভিন্ন ঘটনার প্রতীক হিসাবে দেখা হয়। শিল্প-সমালোচকগণ পশুমূর্তিগুলির অন্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের মতে হস্তীমূর্তি অশোকের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রতীক এবং সিংহমূর্তি আড়ম্বর ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক।

মৌর্য স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পে বিদেশী প্রভাব কতটা কাজ করেছে এ প্রশ্নে পণ্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। জন মার্শাল মনে করেন, পাটলিপুত্রে অশোকের প্রাসাদ ও সারনাথের স্তম্ভের ওপর পারসিক ও গ্রীক শিল্পরীতির প্রভাব কাজ করেছে। প্রথমটি পারস্য-সম্রাট প্রথম দরায়ুসের আবাদান প্রাসাদের অনুকরণ। দ্বিতীয়টিও নির্মিত পারসিক ভাস্কর্যের আদলে। আলেকজাণ্ডারের প্রাচ্যদেশ অভিযানের ফলে গ্রীক ও পারসিক শিল্পরীতির মধ্যে সমন্বয় গড়ে ওঠে। অশোক এই শিল্প আদর্শে প্রভাবিত ব্রাকট্রিয় গ্রীক শিল্পীদের ভারতে আমন্ত্রণ জানান। তারাই ছিল মৌর্য ভাস্কর্যের স্রষ্টা। অপরদিকে হ্যাভেল ও কিছু ভারতীয় শিল্প-সমালোচক বিদেশী প্রভাবের তত্ত্ব মানেন না। হ্যাভেল মনে করেন মৌর্য স্থাপত্য আর্য-অনার্য শিল্পরীতির সংমিশ্রণ। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মতে ভারতীয় শিল্পরীতিই মধ্যএশিয়া ও চীনের শিল্পরীতিকে প্রভাবিত করেছিল। মৌর্য স্তম্ভের ওপর পারসিক প্রভাব থাকলেও উভয়ের পার্থক্যগুলিও প্রকট। মৌর্য স্তম্ভগুলির স্বাতন্ত্র্য ছিল যা তাদের আকার ও পরিকল্পনায় প্রতিফলিত। পারসিক স্তম্ভের একটি ভিত্তিমূল ছিল যা অশোকের স্তম্ভের ছিল না। পারসিক স্তম্ভের দণ্ড অনেক পাথরের সমষ্টি, কিন্তু অশোকের স্তম্ভগুলি একশিলা। উভয় স্তম্ভের শীর্ষের আয়তন ও পরিকল্পনার মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে।

শিল্প-বিশেষজ্ঞ নীহাররঞ্জন রায় মৌর্য শিল্পে ভারতীয়দের অবদানের ওপর জোর দিয়েছেন। আনন্দ কুমারস্বামী মন্তব্য করেছেন, ভারত ও পারস্য উভয়েই ছিল পশ্চিম এশিয়ার সাধারণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশীদার।

শিল্প-বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন মৌর্য স্থাপত্য-ভাস্কর্য ছিল দরবারী চরিত্রের। এর উদ্দেশ্য ছিল জাঁকজমক ও আড়ম্বর প্রদর্শন করে মৌর্যরাজদের প্রতি প্রজাবর্গের শ্রদ্ধা ও সমীহ আদায় করা। বৃহত্তর জনসমষ্টির সঙ্গে এই শিল্পকর্মের কোনো সংযোগ ছিল না। মৌর্য সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধির সঙ্গে এই শিল্পকর্মের সমৃদ্ধি ও তার পতনের সঙ্গে এর পতনের যোগাযোগ ছিল। ভারতের পরবর্তী শিল্পরীতির সঙ্গে মৌর্য শিল্পের বিশেষ কোনো সম্পর্ক ছিল না।